কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 13 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৬ ...

কওমি মাদ্রাসায় মাঠপর্যায়ে জরিপ নভেম্বর থেকে

আজিজুল পারভেজ ▷

দেশের কওমি মাদ্রাসাগুলোর বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করার লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে জরিপ চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। স্বতন্ত্র ধারার এই শিক্ষাব্যবস্থাকে সরকারের নজরদারির আওতায় আনার কৌশল নির্ধারণের লক্ষ্যে প্রকৃত তথ্য জানতে আগামী নভেম্বর মাসের দিকে এই জরিপকাজ শুরু হবে। এ জন্য উপজেলা পর্যায়ে নিয়োগ দেওয়া হবে জনবল। বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) এই জরিপ চালাবে।

ব্যুরোর আগে সংগ্রহ করা তথ্যকে ভিত্তি ধরে নতুন এই জরিপ পরিচালিত হবে। ব্যানবেইস সূত্রে জানা যায়, ব্যুরোর আগে সংগ্রহ করা তথ্যের সঙ্গে একটি গোয়েন্দা সংস্থার সংগৃহীত তথ্য মিলছে না বলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জানানো হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে। এ অবস্থায় মাঠ পর্যায়ে জরিপ চালিয়ে প্রকৃত চিত্র নিরূপণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। গোয়েন্দা সংস্থার সংগৃহীত তথ্যানুসারে দেশে কওমি মাদ্রাসার সংখ্যা প্রায় সাড়ে ছয় হাজার। নিজস্ব ভূমি ও স্থাপনা নিয়ে পরিচালিত কওমি মাদ্রাসাগুলোকেই কেবল গণনা করেছে ওই গোয়েন্দা সংস্থা। কিন্তু উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের মাধ্যমে ব্যানবেইস যে তথ্য সংগ্রহ করেছে তাতে মসজিদ-মক্তবভিত্তিক কওমি মাদ্রাসাকেও গণনার আওতায় আনা হয়েছে।

এই শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সরকারের কোনো সম্পৃক্ততা নেই। এমনকি নেই পূর্ণাঙ্গ তথ্যও। এ অবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশে গত ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত দেশের কওমি মাদ্রাসাগুলো সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে ব্যানবেইস। ব্যানবেইসের পরিচালক মো. ফসিউল্লাহ জানান, ইউএনও এবং উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের মাধ্যমে তখন তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত তথ্য থেকে জানা যায়, সারা দেশে ১৩ হাজার ৯০২টি কওমি মাদ্রাসা রয়েছে। তাতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ১৪ লাখ। এই তথ্যের ভিত্তিতে একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে জমা দেওয়া হয়।

ব্যানবেইসের তথ্যানুসারে, কওমি মাদ্রাসার সংখ্যা ঢাকা বিভাগে সবচেয়ে বেশি (চার হাজার ৫৯৯)। এ ছাড়া রয়েছে চট্টগ্রামে দুই হাজার ৯৮৪, রাজশাহীতে এক হাজার ৭০২, সিলেটে এক হাজার ২৪৬, রংপুরে এক হাজার ১৭৬, খুলনায় এক হাজার ১৫৫ এবং বরিশালে এক হাজার ৪০টি। এসব মাদ্রাসায় ১০ লাখ ৫৮ হাজার ৬৩৬ জন ছাত্র ও তিন লাখ ৩৯ হাজার ৬১৬ জন ছাত্রী রয়েছে। শিক্ষক আছেন ৭৩ হাজার ৭৩১ জন। কওমি মাদ্রাসায় ছাত্রছাত্রীদের একসঙ্গে পড়ার সুযোগ নেই। ছাত্রছাত্রীদের জন্য রয়েছে আলাদা মাদ্রাসা। ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসার অনুসারীদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে কওমি মাদ্রাসা। দেশের মূলধারার শিক্ষার সঙ্গে এই ধারার কোনো সংযোগ নেই।